সরকারের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে কর্মদক্ষতায় সেরা দশেও জায়গা করে নিতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগ- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নের প্রকাশ করা ফলাফলে এই চিত্র দেখা গেছে। এই মূল্যায়নে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। আর একেবারে তলানিতে স্থান পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

আগামী এক বছর মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো কী কাজ করবে, সেই কাজের একটি অঙ্গীকারনামা হচ্ছে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বা এপিএ। এই চুক্তিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সিনিয়র সচিব ও সচিবরা সই করেন। মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর সঙ্গেও এপিএ করে থাকে।

advertisement 3

বছর শেষে এই চুক্তি বাস্তবায়নের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কমিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে ছয়টি সূচকে নম্বর (স্কোর) দিয়ে ক্রমবিন্যাস করেন। সেরা ১০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা সনদ।

advertisement 4

২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্নœ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৫২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে ৯৯ দশমিক ০৮ নম্বর পেয়ে শীর্ষ অবস্থানে জায়গা করে নিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। গত বছর এই মন্ত্রণালয় অষ্টম অবস্থানে ছিল। এবার ৯৮ দশমিক ৯৩ নম্বর পেয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ দ্বিতীয় এবং ৯৮ দশমিক ৫৩ নম্বর পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। ৯৭ দশমিক ৮৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে অর্থ বিভাগ চতুর্থ, ৯৭ দশমিক ৭৬ নম্বর পেয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পঞ্চম, ৯৭ দশমিক ৭৫ নম্বর পেয়ে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ষষ্ঠ, ৯৭ দশমিক ৩৮ নম্বর পেয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সপ্তম, ৯৭ দশমিক ০৯ নম্বর পেয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অষ্টম, ৯৫ দশমিক ৭১ নম্বর পেয়ে পরিকল্পনা বিভাগ নবম এবং ৯৫ দশমিক ৫২ শতাংশ নম্বর পেয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দশম হয়েছে।

এপিএর ফলাফলে প্রশাসনিক দপ্তরের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা, সেবার মানের উন্নতি কিংবা সাধারণ মানুষের সেবাপ্রাপ্তিতে কী ধরনের প্রভাব পড়ে? আদৌ প্রভাব পড়ে কিনা- জানতে চাইলে সাবেক প্রশাসন ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সাবেক সচিব মো. আবু আলম শহিদ খান গতকাল সোমবার রাতে আমাদের সময়কে বলেন, ‘আমাদের চাকরিকালে এ পদ্ধতি ছিল না। তবে সরকারের মন্ত্রণালয় বিভাগগুলোর কর্মদক্ষতা যাচাইয়ের অনেকগুলো সূচক ছিল, এখনো আছে। তিনি বলেন, ‘প্রশাসনিক দপ্তরগুলোয় জনগণের সেবার মান কতটা উন্নত হয়েছে? জনগণ কতটা সহজে সেবা পেতে পারে- এর ওপর ওই দপ্তরের মূল্যায়ন সূচক নির্ভর হওয়াটা জরুরি। এখনো সরকারি দপ্তরে সহজে সেবা পাওয়া যায় না বলেই জনগণ মনে করেন। যাদের নানান রেফারেন্স আছে, তারাই কেবল দ্রুত সেবা গ্রহণ করতে পারেন।’

জানা গেছে, সরকারি কর্মকা- স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি এবং গতিশীলতা আনতে সরকার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি চালু করে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য (৭০ নম্বর), শুদ্ধাচার পরিকল্পনা (১০ নম্বর), ই-গভর্নেন্স কর্মপরিকল্পনা (১০ নম্বর), জিআরএস কর্মপরিকল্পনা (৪ নম্বর), সিটিজেন চার্টার কর্মপরিকল্পনা (৩ নম্বর), তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা (৩ নম্বর) সূচক রয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগ এপিএ স্বাক্ষর করছে। পরে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে অধীন দপ্তর/সংস্থার এপিএ স্বাক্ষর শুরু হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভাগীয়, আঞ্চলিক এবং জেলা পর্যায়ের অফিস এপিএর আওতায় আনা হয়। সব শেষে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ের অফিসে এপিএ সম্প্রসারিত হয়।

গত অর্থবছরের ফলাফল অনুযায়ী, ৭৬ দশমিক ৩২ নম্বর পেয়ে তালিকার একেবারে তলানিতে জায়গা পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। গত দুই অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নের শীর্ষে থাকা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবার রয়েছে পঞ্চম অবস্থানে। গত বছর তালিকায় সবার নিচে (৬৫ দশমিক ৭৬ নম্বর) ছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়-বিভাগের অবস্থান : এপিএ বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে স্থান করে নিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (নম্বর ৯৫ দশমিক ৪৬), খাদ্য মন্ত্রণালয় (৯৫ দশমিক ৩৮), মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় (৯৫ দশমিক ৩৭), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় (৯৫ দশমিক ১৮), সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় (৯৫ দশমিক ১৭), সেতু বিভাগ (৯৪ দশমিক ৮৩), ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় (৯৪ দশমিক ৮১), পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (৯৪ দশমিক ৭০), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (৯৪ দশমিক ০২), পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় (৯৩ দশমিক ৮৩), সুরক্ষা সেবা বিভাগ (৯৩ দশমিক ২৮), জননিরাপত্তা বিভাগ (৯৩ দশমিক ২৪), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (৯২ দশমিক ৯৫), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (৯২ দশমিক ৮৯), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (৯২ দশমিক ৬৫), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (৯২ দশমিক ৪৮), স্থানীয় সরকার বিভাগ (৯২ দশমিক ৪৩), শিল্প মন্ত্রণালয় (৯২ দশমিক ২৫), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (৯২ দশমিক ১৩), আইন ও বিচার বিভাগ (৯১ দশমিক ৭৩), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (৯১ দশমিক ৪৪), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (৯১ দশমিক ৪২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (৯১ দশমিক ০৯), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (৯১ দশমিক ০৩), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (৯০ দশমিক ৯৬), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (৯০ দশমিক ৯১), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (৯০ দশমিক ৬৪), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (৯০ দশমিক ১১), বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (৮৯ দশমিক ৯০), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (৮৯ দশমিক ৭৫), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (৮৯ দশমিক ১১), রেলপথ মন্ত্রণালয় (৮৮ দশমিক ৬৬), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (৮৮ দশমিক ৪০), ভূমি মন্ত্রণালয় (৮৭ দশমিক ৮০), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (৮৭ দশমিক ৫৬), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (৮৭ দশমিক ৪৫), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (৮৬ দশমিক ৭৪), গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (৮৫ দশমিক ৫৩), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (৮৪ দশমিক ৫৪), লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ (৮৩ দশমিক ৭৫), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (৮১ দশমিক ৩৫), ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় (৭৬ দশমিক ৩২)।

71
Shares